যুগান্তর

তারিখ ... ৬ . JUL. 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ......

এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আসছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আসছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বিদ্যমান কারিকুলামকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই হালনাগাদকরণের কাজ শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ ও রোডম্যাপ প্রণয়নের লক্ষ্যে ৩১মে নীতিনির্ধারকদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন

পরিবর্তন : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

পরিবর্তন : কারিকুলামে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনসহ সিনিয়র শিক্ষকদের সমন্বয়ে ২৩ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের 'হালনাগাদ প্রণয়ন' কমিটি গঠিত হয়েছে। এ কারিকুলাম প্রণয়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ নিউট্রেশন পপুলেশন সেক্টরাল প্রোগ্রামের (এইচএনপিএসপির) আওতাধীন প্রকল্পের প্রি-সার্ভিস এডুকেশনের লাইন ডিরেক্টর। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, কমিটির প্রথম বৈঠকে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোর্স কারিকুলামে পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে দেয়া, ডিজিজ প্রোফাইল, বিহেভিয়ারেল সায়েন্স, মেডিকেল এথিকস্, ইনজুরির ওপর গুরুত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সমস্যার নানা দিক বিবেচনায় নতুন একটি কারিকুলাম প্রণয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৩ সালে দেশে প্রথমবারের মতো এমবিবিএস কোর্সের মান্ধাতা আমলের শিক্ষা কারিকুলাম হালনাগাদ করা হয়েছিল। পুরনো ওই হালনাগাদকৃত কোর্স কারিকুলামের শিক্ষার্থীদের সকলেই ২০০৮ সালের জুলাই মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. খন্দকার মো. শিফায়েতউল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, ২০০৩ সালে প্রণীত হালনাগাদকৃত শিক্ষা কারিকুলামে মেডিকেল শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আগের বছরগুলোতে মনিটরিং করে তারা দেখেছেন, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয়ে পড়াশুনা ও পরীক্ষা দিয়েছে। তখন কোর্স কারিকুলাম এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল যেখানে কোন শিক্ষার্থীর ক্লাসে অনিয়মিত উপস্থিত ও পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে পাস করার সুযোগই ছিল না। ফলে সামগ্রিকভাবে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মানের পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোর্স কারিকুলামের হালনাগাদ অত্যাবশ্যক। তাই পাঁচ বছর পর তারা হালনাগাদকরণের কাজে হাত দিয়েছেন। বর্তমানে দেশে ১৭টি সরকারি ও ৩৮টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। প্রতি বছর সরকারি মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ৪৯৪টি এবং বেসরকারি ৩ হাজার ৫৫টি আসনে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। ৩ হাজার শিক্ষার্থী প্রতি বছর পাস করে বের হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে হালনাগাদ কমিটির একাধিক সদস্য যুগান্তরকে জানান, মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য হালনাগাদ শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োজন। তারা বলেন, পরিবর্তিত বিশ্বে রোগব্যাধির ধরন পাল্টে যাচ্ছে। আগের কারিকুলামে সংক্রামক রোগের ওপর বেশি চ্যাপ্টার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে অসংক্রামক হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি, ক্যান্সার রোগের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। হালনাগাদকৃত কারিকুলামে এসব রোগের ওপর প্রাধান্য দিয়ে পড়াশোনার প্রস্তাব থাকবে।